দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

৪৫ ৮৭

আলোচনা সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়েই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস হচ্ছে

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিষয়ক এক খোলামেলা আলোচনায় গতকাল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, ছাত্র সংগঠনগুলির আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়েই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা বাইরের কেউ নয়। এরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনেরই কর্মী। সুতরাং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলিকে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ডাকসু সাংস্কৃতিক দল গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিলন মেহেদী সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রলীগের (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, জাতীয় ছাত্রলীগের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা রফিকুল ইসলাম জগলু।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন বলেন, নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ যে গৌরব অর্জন করেছিল, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীতে তা ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে। তিনি বলেন, আজ আমরা আসামীর কাঠগড়ায়। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়ার জন্য একটি ছাত্র সংগঠনের তীব্র সমালোচনা করে খোকন বলেন, একজন নেত্রী ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের ফুলের মালা দিয়ে সংগঠনে বরণ করে নেয়ার পরই ক্যাম্পাসে আবার সন্ত্রাস শুরু হয়েছে।

ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান বলেন, আমাদের মানসিকতার মধ্যেই সন্ত্রাস বাসা বেঁধেছে। এটা দেখা যাচ্ছে, যে সংগঠন যেখানে শক্তিশালী সে সেখানে সন্ত্রাস করছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং ছাত্রলীগ (না-শ) এই তিনটি ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী— এ অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলিকে ঘোষণা করতে হবে যে তারা আর সন্ত্রাস করবে না। বলপ্রয়োগে কোন সমস্যা সমাধান করা যায় না একথা উল্লেখ করে নাজমুল হক প্রধান বলেন, ইসলামী ছাত্র শিবিরকে সংযত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। রাজনীতি দিয়েই রাজনীতি মোকাবেলা করতে হবে। ছাত্রনেতা এস এম কামাল হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে থাকে। কোন রাজনৈতিক আশ্রয় না পেলে এরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস করতে পারে না। মুখে সন্ত্রাস বিরোধী কথা বলে সংগঠনে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়া হবে এটা মেনে নেয়া যায় না। যেসব ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয় সেসব সংগঠনকে বয়কট করার জন্য তিনি ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

রফিকুল ইসলাম জগলু বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সন্ত্রাস করে তারা জেলখানা থেকে ফুলের মালা নিয়ে বেরিয়ে আসে এরচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে। জগলু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। সন্ত্রাস বন্ধে সকল সংগঠনের ঐকমত্য চাই।

আলোচনা সভা শেষে ডাকসু সাংস্কৃতিক দল সন্ত্রাস বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।